ভিন্‌দেশ ও ভিন্‌ আচরণ

(১০)

দিলরুবা শাহানা

আজ একটি সংবেদনশীল বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ আলোচিত হচ্ছে। পৃথিবীতে কতরকমের, কত জাতের যে মানুষ আছে তাদের সবাইকে দেখার সুযোগ সবার হয়না। এমন ব্যক্তি একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা যিনি সব জাতের মানুষ দেখেছেন। ভ্রমনপিয়াসী ইবনে বতুতা বা চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনও বিশ্বভূবনে ঘুরে কতজনকে দেখেছেন জানা নেই। গায়ের রংয়ের ভিত্তিতে সাদা-কালো, হলুদ-বাদামী মানুষ সাধারনতঃ দেখা যায়। রংয়ের কারনে অযথা গর্বগরিমা করে অনেকে। আবার রংয়ের কারনে সংকোচে ম্রিয়মান থাকে অনেকে।

প্রচলিত ধারনা বা বিশ্বাস যে কালো বা বাদামী ত্বকের লোকেদের মাঝেই শুধু রংকে ফর্সা ধবধবা করার স্বপ্ন দেখে অনেকে, চেষ্টাও চালায়। নিজেকে নিয়ে খুব কম মানুষ কদাচিৎ সন্তুষ্ঠ রয়েছে দেখা যায়। মানুষ যে বড় বিচিত্র প্রাণী। অন্যের মতো হওয়ার বা অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা অনেকের। চেষ্টাটা খারাপ নয় যদি তা আত্মঘাতী না হয়। ক্ষেত্রবিশেষে একজনের অন্যকে টেক্কা দেওয়ার অসুস্থ চেষ্টা ঐ ব্যক্তির নিজেরও কল্যাণ সাধন করেনা।

তবে দানে-ধ্যানে, মেধায়-সৎকর্মে, মানবিক গুণাবলীতে অন্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা সমগ্র মানব সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে নিঃসন্দেহে।

গাত্রবর্নের কারনে বিত্তশালী এক আইনজীবীকে গোরাবাবু(গৌরবর্ন সাহেব) ট্রেন থেকে লাঞ্ছিত করে বিতারিত করেন। এরপরেও বিতারিত আইনজীবী কিন্তু ত্বক ফর্সায় মেতে উঠেননি। বরং বাকীজীবন মানুষের চামড়ার রং নয় তার মনের ক্লেদময়লা দূর করতে ব্যয় করেন। গত সহস্রাব্দের সেরা মানুষ বলে অভিহিত করা হয় তাঁকে।

চামড়ার রং বা গাত্রবর্ণ নিয়ে তবুও মানুষ সময়ব্যয় করেই যাচ্ছে।। শুধু বাদামী আর কালোমানুষের মাঝে নিজ রং নিয়ে অসন্তুষ্ঠির প্রবণতা আছে তা কিন্তু ঠিক নয়। সাদা মানুষও অনেকে ফ্যাকাশে রং পাল্টে রবিকরে স্নাত হয়ে সোনালীবাদামী মিশেল খয়েরী রংয়ের জন্য হাপিত্যেশ করে।

মানুষের মনে পোষে রাখা ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করার জন্য অত্যন্ত হৃদয়বান(?) কিছু ব্যবসায়ী নানা উৎপাদিত পণ্য নিয়ে পৃথিবীর বাজারে হাজির। আগ্রহী মানুষ পকেট উজার করে বাজার থেকে তা কেনেন। কেউ কেনেন কালো রং ফর্সা করার আশায়, কেউ কেনেন ফ্যাকাশে ফর্সা রংকে বাদামী বা দুধমেশানো কফির মত রং করার প্রত্যাশায়। ফেয়ার এন্ড লাভলী বা বায়ো হোয়াইট, স্প্রে ট্যান এই জাতীয় উপকরণ ও আরও কত যে কি বাজারে বিক্রি হয়।।

বাংলাদেশে ফেয়ার এন্ড লাভলীর পাশাপাশি আজকাল টিভিতে বিজ্ঞাপনে জোর প্রচার চালাচ্ছে যে স্কাই শপ থেকে কেনা যায় সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসা রং ফর্সা করার আশ্চর্য ক্রীম বায়ো হোয়াইট। এই বিজ্ঞাপন ইদানীং খুব ঘনঘন শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। সাধারন মানুষ ভাবে বোধহয় বায়ো হোয়াইট মেখে মেখে অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ এতো ফর্সা। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার টিভিতে বায়ো হোয়াইটের বিজ্ঞাপন কখনোই হয়না, বাজারেও তা দেখা যায়না। সাদা মানুষের নিজের চামড়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা, চেষ্টাচরিত্র আলাদা। তারা ফেয়ার এন্ড লাভলী বা বায়ো হোয়াইট চায়না। তারা বরং সূর্যালোকে পুড়ে ফর্সা চামড়ার সাদা ভাব কমাতে চায়। তবে সারাবছর বাংলাদেশের মত সবদেশে সূর্য অকৃপণভাবে কিরণ বিতরনও করেনা। তাই সোলারিয়াম মেশিনে ঢুকে চামড়া ট্যান করতে অনেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

এবার রং বদলানো বিষয়ে শুনা ঘটনা বর্নিত হচ্ছে। ফর্সা হতে আগ্রহী বাংলাদেশের কালো বা শ্যামলা একটি মেয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় সদ্য বাস করতে আসা ভাবীকে চিঠি লিখলো। সব খবরাখবর জানিয়ে, সালাম-দোয়ার পর্ব শেষে রং ফর্সাকারী ক্রীম পাঠাতে জোর তাগাদা দিল। ভাবী এইদেশে নতুন। রং ফর্সাকারী ক্রীম চেয়েছে ননদ। কোথায় পাওয়া যায় ভেবে ভেবে ভাবী উদ্বিগ্ন। নতুন পরিচিত যারা তাদের জিজ্ঞেস করতেও মন সায় দেয়না। ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত স্বামীকেই জিজ্ঞেস করলেন উনি।

সমস্যা আঁচ করে সুরসিক স্বামী বললেন

‘একটা বুদ্ধি দিতে পারি যদি রাগ না কর?’

শুনে প্রশ্নকর্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন

‘বুঝেছি কি দুষ্ট বুদ্ধি তোমার মাথায় খেলছে, বলবে ঐ ক্রীম পাওয়া গেলে তোমার ভাইকে ফর্সা করতে আমি নিজেই কিনতাম, তারপরে অন্যদের পাঠানোর কথা ভাবতাম; কি ঠিক বলিনি বল?’

‘সাবাস বুদ্ধিমতী! এই কথাটাই আমার বোন যিনি আপনার ননদ তাকে লিখে জানিয়ে দাও, বাস তাতেই সমস্যা মিটে যাবে।’

কথাটা নিয়ে দু’জনে মিলে হাসাহাসি করলো প্রচুর, ত্বকসংক্রান্ত সমস্যার যুক্তিনির্ভর সমাধান খুঁজে পেয়ে আনন্দিত তারা। তারপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে আসলে রং ফর্সা করার নামে ধোঁকা দিয়ে কিছু ব্যবসায়ী ফর্সা রঙের জন্য হাপিত্যেশ করা মানুষের দূর্বলতাকে ব্যবহার করে পয়সা লুটে নিচ্ছে আর নিচ্ছে। একদল ব্যবসায়ীর কাজই মানুষকে উদ্ভট সব আশ্বাস দিয়ে তাদের পকেটের

পয়সা হাতড়ে নেয়া। আর মানুষও বড় আজব প্রাণী চটকদার বিজ্ঞাপনে একেবারে মমের মত গলে গলে বিগলিত হয়ে পড়ে।
অনেক সময়ে রং ফর্সাতো দূরের কথা চামড়ায় নানা অসুখবিসুখ তৈরী করে এসব ক্রীম। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে থাইল্যান্ড থেকে আমদানী করা রং ফর্সাকারী ক্রীম(দুঃখীত নামটা ভুলে গেছি!) নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়। উৎঘাটিত হয় যে ঐ ক্রীমে পারদ মেশানো হতো যা চামড়ার জন্য ভয়ংকর। খবরটি রং ফর্সায় আগ্রহীদের হতাশ করেছিল বোধহয়।

এতো গেল শ্যামলা, কালো বা বাদামীদের ফর্সা হওয়ার মনোবাসনার বিবরণ। তারা বোধহয় ভাবে ফর্সালোকেরা তাদের চামড়ার রং নিয়ে কত সুখী। আসলে কি তাই?
ফর্সা মানুষেরা তাদের চামড়া নিয়েও নানা ভোগান্তি সহ্য করেন। ফর্সা রং under the sun is vulnerable তাই খুব রোদে ইচ্ছামত পুড়ে চামড়ার রং পরিবর্তনেও অসুবিধা অনেক। তাছাড়া ফর্সা চামড়াতে সামান্য দাগও সহজে চোখে পড়ে। তাই ঘনিষ্ঠ সাদা বন্ধুরা এনিয়ে আক্ষেপ করে বলে
'চামড়ার রং অতো সাদা হওয়া ভাল নয়।'
ফর্সালোকের সংক্ষিপ্ত পোশাকে উপুর হয়ে বা চিত হয়ে শুয়ে সূর্যস্নানের ছবি খুব পরিচিত একটি ছবি। সূর্যস্নানের মাধ্যমে সাদালোকেরা সূর্যালোক থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'ডি' আহরন করেন। একই সাথে চামড়া পুড়িয়ে কিছুটা হলেও ট্যান করার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ ট্যান করার জন্য ভীষন ব্যাকুল। তবে সারা বছরতো সূর্য সমান ভাবে আলোও দেয়না। আর যদি দিতই তবুও কাজকর্ম বাদ দিয়ে সারাদিন না হয় সূর্যালোকে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতেন তারা। আর রাত? রাতের বেলাতো সূর্যও থাকেনা তখন কি করা?
তাছাড়া সবারতো সময়ও হবেনা দিনের বেলা। তাদের অর্থবিত্ত প্রচুর তবে সময়েরই যা অভাব।
ইত্যাদি সমস্যা(যেমন সব সময়ে সূর্যকে না পাওয়া, কারোর আবার সময়ের দারুন অভাব) বিবেচনা করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরা চামড়া ট্যান করার মেশিন সোলারিয়াম নিয়ে বাজারে হাজির।
সোলারিয়াম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নয় এখানে। তবে টিভিতে, সুপার মার্কেটে এমন কি ষ্টেশনের কাছে ছোটখাটো শপিং মলেও সোলারিয়াম সেন্টার চোখে পড়ে। রং বদলাতে উগ্রচন্ডীর মত বদ্ধপরিকর যারা তাদের জন্য তাতে সুবিধা হয়েছে। কে জানে কত জনা নিজের বাড়ীতেও এই মেশিন রেখেছেন? অনেকে ষ্ট্যাটাস সিম্বল হিসাবে আধুনিক সব উপকরণ সংগ্রহে রাখেন। এটাও তাই হবে হয়তো। যেমন বাড়ীর পাশে গাছে ছাওয়া পার্কে তাজা অক্সিজেনে বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁটার নির্মল আনন্দের বদলে ট্রেড মিলে হাঁটাকে অনেকে বেছে নিয়েছেন। এতে তারা তাজা অক্সিজেন না পেলেও দু'টো তৃপ্তি পান। একটা হল নিজস্ব

সময়ে(সকাল-দুপুর-রাত) হেঁটে নেওয়া, আরেকটা হল অর্থনৈতিক পেশীর দাপট প্রদর্শন।

তবে সোলারিয়াম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল যে এই মেশিন চামড়ার ক্যান্সার বাঁধায়। তথ্যবিষয়ে সচেতন মানুষ(শিক্ষিত মানুষ বলা ঠিক হবেনা, কারন অনেক ডিগ্রীধারী লোক পত্রিকাও পড়েননা, খবরও শুনেননা!) অষ্ট্রেলিয়ার টিভি ও পত্রপত্রিকায় গত মাসছয়েক আগে একটি করুণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনটি ছোট ছোট বাচ্চার মা সোলারিয়াম মেশিনে চামড়া ট্যান করতে গিয়ে চামড়ায় মেলানোমা নামের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ছয়মাসের মাঝেই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে সে বার বার সোলারিয়াম মেশিনের বিরুদ্ধে বলেছে, মানুষকে সচেতন করেছে। সব দেখে শুনে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হতে পারে এই প্রত্যাশা করা যায় বোধহয়।

(সংযুক্ত ছবিটি মহাত্মা গান্ধীর। মেলবোর্নে মনাশ ইউনির ডেভিড ডেরহ্যাম স্কুল অব ল' এর লাইব্রেরীতে টাঙ্গানো ছবি থেকে তুলেছেন প্রবন্ধকার)